আলোকিত হৃদয় স্কুল (মির্জাপুর, টাঙ্গাইল)

ওয়ার্কবুক
বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

১ম শ্রেণী

নামঃ _____

রোল নং: _____

Alokito Hridoy Foundation
3/11, Block B, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh
www.alokitohridoy.org

আলোকিত হৃদয় ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণঃ ২০১৮

সম্পাদক

খালেদা সিদ্দিকা

নির্দেশনা

আজওয়া নাঈম

সমন্বয়ক

আজওয়া নাঈম

লিমা ইসলাম

সূচিপত্র

	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	অধ্যায়- ১	1-2
২	অধ্যায়- ২	3-4
৩	অধ্যায়- ৩	5
৪	অধ্যায়- ৪	6
৫	অধ্যায়- ৫	7-8
৬	অধ্যায়-৬	9
৭	অধ্যায়-৭	10-12
৮	অধ্যায়-৮	13-14
৯	অধ্যায়-৯	15-16

অধ্যায় ১
আমাদের পরিবেশ

১। নিচের উপাদানগুলো থেকে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানগুলোর নাম আলাদা কর।

মাছ, সূর্য, পানির বোতল, চশমা, নদী, তারা, ঘর, পানি, আকাশ, সাঁকো, বই, গাছ, রাস্তা, ফ্যান, বাতাস, আলো, বাল্ব, নৌকা, চাবি, মানুষ।

প্রাকৃতিক উপাদান	মানবসৃষ্টি উপাদান

২। তোমার আশেপাশের তুমি যেমন পরিবেশ দেখতে চাও, তার একটি ছবি আঁক।

অধ্যায় ২

আমরা সবাই সমান

১। "আমরা সবাই রাজা"- গানের লাইনগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে--

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।

আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,

আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে--

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।

রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,

মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে--

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?

আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,

মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে--

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।

২। নিচের উপদেশগুলো ভালোভাবে পড়তে হবেঃ

ক) ধর্ম কিংবা গায়ের রং দেখে মানুষ বিচার করা যাবেনা।

খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কখনো অসৎ আচরণ করা যাবে না।

গ) আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।

ঘ) ক্লাসের সব শিক্ষার্থীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং ওদেরকে সব কাজে সাহায্য করতে হবে।

ঙ) ধনী- গরিব সবাইকে একইভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে হবে।

চ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যেই শিশুরা আছে, ওদের প্রতি আরও যত্নশীল হতে হবে।

৩। নিম্নে দেয়া প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর লেখ।

ক) _____ সবাইকে একইভাবে _____ ও সম্মান জানাতে হবে।

খ) আমাদের স্কুলে যারা কাজ করে তাদের সাথে আমরা খারাপ ব্যবহার করব। সত্য ( ) মিথ্যা ( )

গ) _____ কিংবা গায়ের _____ দেখে মানুষ বিচার করা যাবে না।

ঘ) আমরা বড়- ছোট সবাইকে আদর ও শ্রদ্ধা করব। মিথ্যা ( ) সত্য ( )

ঙ) ছেলেটি কালো বলে তার সাথে কেউ খেলে না। এইটা কি ঠিক না ভুল? _____

চ) _____ চাহিদা সম্পন্ন যেই _____ আছে, ওদের প্রতি আরও _____ হবো।

ছ) _____, _____, _____ সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কখনো অসৎ আচরণ করা যাবে না।

অধ্যায় ৩

আমার পরিবার

Our School Family
Our family comes
From many towns
Our hair is straight,
Our hair is brown,
Our hair is curled,
Our eyes are blue,
Our skins are different
Colors, too.
We're girls and boys,
We're big and small,
We're young and old,
We're short and tall.
We're everything
that we can be
and still we are
A family.
We laugh and cry,
We work and play,
We help each other
Every day.
The world's a lovely
Place to be
Because we are
A family

ক) বক্সটিতে তোমার পরিবারের ছবি আঁক।

অধ্যায় ৪

নিজেকে নিরাপদে রাখা

১। কোন কাজটি আমাদের করা উচিৎ তার পাশে টিকমার্ক দাও।

- চুলা জ্বালিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিৎ। ( )
- গাড়ি দেখে রাস্তা পার হওয়া উচিৎ। ( )
- কোনরকম প্রোজেক্ট তৈরি করার সময় কাঁচি অথবা ব্লেড যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা উচিৎ। ( )
- অপরিচিত কারো কাছ থেকে কিছু খাওয়া উচিৎ না। ( )
- যে কেউ ডাকলে তার সাথে চলে যাওয়া উচিৎ। ( )

অধ্যায় ৫

পরিবার ও আমাদের কাজ

** বাড়ি ও বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের কাজগুলো খুঁজে বের কর এবং নিম্নে লেখঃ

ঘুম থেকে উঠে বিছানা ঠিক করে রাখা।

রাস্তা থেকে ময়লা তুলে ডাস্টবিনে ফেলা।

ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে টিচারের কথা শোনা।

মেঝের মধ্যে ময়লা জিনিস না রাখা।

খেলনাগুলো সাধারণত মেঝেতে রেখে দেওয়া।

ক্লাসের বোর্ড নোংরা করে রাখা।

রান্নাঘরের ময়লাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দেওয়া।

পুকুরের পানি দিয়ে গোসল করা।

নিজের বেঞ্চ পরিষ্কার রাখা।

ক্লাসের মধ্যে ময়লা দেখলে সেটা তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া।

খাওয়ার পর প্লেট ধুয়ে রাখা।

ক্লাসে নিজের ডেস্ক পরিষ্কার রাখা।

নিজের কাপড়, খেলনা এবং বইখাতাগুলো গুছিয়ে রাখা।

বাসার সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা।

বাড়ির কাজ	বিদ্যালয়ের কাজ

অধ্যায় ৬

এসো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখি

১। বাক্যটি সত্য হলে টিকমার্ক দাও এবং ভুল হলে ক্রসমার্ক দাও।

ক) ময়লা আবর্জনা পুকুরে ফেলা উচিৎ। ( )

খ) চিপ্সের প্যাকেট অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় জিনিস রাস্তায় ফেলা উচিৎ না। ( )

গ) মাছের কাঁটা অথবা সবজীর খোসা বাড়ির সামনে ফেলা উচিৎ নয়। ( )

ঘ) আমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার। ( )

ঙ) যেখানে সেখানে থুতু ফেলা উচিৎ। ( )

অধ্যায় ৭

ছোট ও বড় পরিবার

১। সংজ্ঞাঃ

ছোট পরিবারঃ যেই সকল পরিবার শুধু বাবা-মা ,ভাই ,বোন নিয়ে গঠিত হয় ,সে পরিবারকে ছোট পরিবার বলে। ছোট পরিবারে সাধারণত ৪-৫জন সদস্য থাকে।

বড় পরিবারঃ বাবা ,মা ,ভাই ,বোন ছাড়াও যেসকল পরিবারে দাদা-দাদি ,চাচা-চাচি থাকে ,সেই পরিবারকে বড় পরিবার বলে। বড় পরিবারে সাধারণত ৫জনের বেশি সদস্য থাকে।

২। ছোট ও বড় পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধাঃ

ক) ছোট পরিবারের সুবিধাঃ

- সদস্যদের জায়গা কম লাগে।
- খাবার কম লাগে।
- সদস্য কম হওয়ার কারণে টাকাপয়সার খুব একটা সমস্যা হয় না। ফলে চিকিৎসা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি সদস্য সুবিধা পেয়ে থাকে।

খ) ছোট পরিবারের অসুবিধাঃ

- সদস্য কম থাকায় বাচ্চারা সাধারণত খেলার সাথী পায়না।

গ) বড় পরিবারের সুবিধাঃ

- পরিবারে সদস্য সংখ্যা অনেক থাকায় সবাই সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে।
- কোনরকম সমস্যা হলে বড়দের উপদেশ নেওয়ার মত সুযোগ থাকে।

ঘ) বড় পরিবারের অসুবিধাঃ

- সদস্যদের জায়গা বেশি লাগে।
- খাবার বেশি লাগে।
- সদস্য বেশি হওয়ার জন্য টাকা পয়সার সমস্যা হয়, ফলে বেশিরভাগ সময়ে চিকিৎসা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়।

১) নিম্নে বড় ও ছোট পরিবারের সুবিধা লেখ।

বড় পরিবার	ছোট পরিবার

২। <u>নিম্নে বড় ও ছোট পরিবারের অসুবিধা লেখ।</u>

বড় পরিবার	ছোট পরিবার

অধ্যায় ৮

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত

১। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতঃ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

২। প্রশ্ন-উত্তরঃ

ক) জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার কে?

উত্তরঃ জাতীয় সংগীতের রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

** রচয়িতা ও সুরকার অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

খ) গানটি কবে রচিত হয়েছিলো?

উত্তরঃ জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছিলো ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

গ) গানটির কত লাইন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়?

উত্তরঃ গানটির প্রথম দশ লাইন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয়সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

ঘ) "আমার সোনার বাংলা" গানটি প্রথম কবে জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ অণুষ্ঠানে “আমার সোনার বাংলা” প্রথমে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়।

৩। জাতীয় পতাকা ব্যবহারের নিয়মঃ

- জাতীয় পতাকা পায়ে লাগাতে হয় না।
- জাতীয় পতাকা সন্ধ্যায় নামিয়ে ফেলতে হয়।
- সবসময় পতাকা উঁচু করে রাখতে হয়না।
- বিশেষ দিনে পতাকা উত্তোলন করতে হয়।
- বাংলাদেশের পতাকার উপরে অন্য কোন পতাকা উত্তোলন করা যাবেনা।
- পতাকার উপর দাঁড়ানো যাবেনা।
- পতাকা কখনো পানি অথবা মেঝে স্পর্শ করবেনা।
- ইচ্ছা করলেই যে কেও গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারে না।

অধ্যায় ৯

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবস

১। বাংলাদেশের জাতীয় দিবসের তাৎপর্যঃ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসঃ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। এ বছরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ যুদ্ধ করে। যুদ্ধ করে পাকিস্তানের শাসন- শোষণ থেকে মুক্তির জন্য। পাকিস্তান দেশটি ছিলো দুটি অংশে বিভক্ত- পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান শুরুতে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল। কারণ এখানে বাঙ্গালিরা বাস করতো। আর পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রায় সবাই ছিলো অবাঙালি। তখনকার পূর্ব বাংলা অথবা পূর্ব পাকিস্তানই আজকের বাংলাদেশ। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগন শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা- বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই বেশি সুযোগ-সুবিধা পেত। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নানাভবে শোষণ ও নির্যাতন করত। তারা পূর্ব বাংলার সম্পদ লুটপাট করত। তারা বাঙালিকে সম্মান করত না। এমনকি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার পর্যন্ত দিতে চায়নি।

বাঙ্গালিরা এসব শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় এক মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। ফলে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরও অনেকে শহীদ হন। ভাষা আন্দোলনের স্মরণে ঢাকায় তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারী আমরা শহীদ দিবস পালন করি। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সূচনা হয়। এই জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারী- পুরুষকে হত্যা করে। এ কারনেই ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালোরাত হিসেবে পরিচিত। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬শে মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলে। সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। বাঙালিদের পাশাপাশি এ দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সাহায্য করে। এরা রাজাকার, আলবদর নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে এই দেশের প্রায়

ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এক কোটি মানুষ গ্রাম, সম্পদ সব ছেড়ে পাশের দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এত ত্যাগ ও সাহসের বিনিময়ে আমরা শেষ পর্যন্ত ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বরে আমরা স্মৃতিসৌধ যাই এবং ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভুদ্যয় ঘটে। আমরা পাই একটি নতুন মানচিত্র। সেই সাথে লাভ করি আমাদের জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত।

<u>ক। নিম্নে দেয়া প্রশ্নের উত্তর লেখ।</u>

আমাদের _____ হয়েছিল _____ সালে। এ বছরই _____ বিরুদ্ধে এ দেশের _____ যুদ্ধ করে। যুদ্ধ করে পাকিস্তানের শাসন- শোষণ থেকে _____ জন্য। _____ দেশটি ছিলো দুটি অংশে বিভক্ত- _____ এবং _____।পূর্ব পাকিস্তান শুরুতে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল। কারণ এখানে _____ বাস করতো। আর পশ্চিম পাকিস্তানের _____ প্রায় সবাই ছিল _____।তখনকার পূর্ব বাংলা অথবা পূর্ব পাকিস্তানই আজকের _____। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগন _____, চাকরি, _____ সব ক্ষেত্রেই বেশি _____ পেত। শুরু থেকেই _____ পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের _____ নানাভবে _____ ও নির্যাতন করত। তারা পূর্ব বাংলার সম্পদ _____ করত। তারা _____ সম্মান করত না। এমনকি আমাদের _____ বাংলায় কথা বলার _____ পর্যন্ত দিতে চায়নি।